দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

পথকলি বিদ্যালয় এক অসাধারণ পদক্ষেপ ঃ গ্রান্ট

ইউনিসেফের সফররত নির্বাহী পরিচালক মিঃ জেমস পি গ্রান্ট রোববার সকালে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে দেখা করেন।

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

পথকলি বিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

বৈঠকে মিঃ গ্রান্ট বাংলাদেশে সার্বজনীন শিশু টিকাদান কর্মসূচীর অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে কর্মসূচীর শতকরা ৮০ ভাগ লক্ষ্য ১৯৯০ সালের মধ্যে অর্জিত হবে। খবরবাসস'র।

তিনি প্রেসিডেন্টকে আগামী সেপ্টে–ম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য শিশুদের উপর বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে অংশ গ্রহণের অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের নিকট জাতিসংঘ মহাসচিবের একটি আমন্ত্র–ণপত্র হস্তান্তর করেন। ইউনিসেফের প্রধান নির্বাহী বলেন, চলতি দশকের শেষ দিকে ১০ কোটি শিশুকে মৃত্যু ও রোগের কবল থেকে রক্ষা করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সৃষ্টি করাই শিশুদের উপর বিশ্ব নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য।

মিঃ গ্রান্ট বলেন, শিশুদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিশুদের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ–দানকারী ৭টি দেশের একটি হবে। শীর্ষ সম্মেলনের পরিকল্পনা কমি–টিতে বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠাবে। মহিলা বিষয়কমন্ত্রী বেগম রাজিয়া ফয়েজ ইতিমধ্যেই এজন্য মনোনীত হয়েছেন।

মিঃ গ্রান্ট তার একটি পথকলি বিদ্যালয় পরিদর্শনের উল্লেখ করেন এবং বলেন, এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পথপার্শ্বস্থ শিশুদের শিক্ষা ও পথ নির্দেশদানের একটি নতুন ও দৃষ্টান্ত–মুলক পদক্ষেপ।

তিনি প্রশংসা করে বলেন যে বাংলাদেশ শিশুদের অধিকার সমুন্নত করার ঘোষণায় প্রথম স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশে ইউনিসেফের তৎপরতার প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে ইউ–নিসেফ শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক বাড়িতে বিশুদ্ধ খাবার পানি পৌছে দেয়ার প্রচেষ্টায় সাহায্যদান অব্যাহত রাখবে।

এর আগে টিকাদানে সাফল্যের প্রতীক ৬টি বসন্তের শেষ শিকার রহিমা বানুকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও মিঃ গ্রান্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।